তারিখ ... 01 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৪ ...

দৈনিক আমাদের সময়

৬ শতাধিক শিক্ষার্থীর পাঠদান অনিশ্চিত

বাঘায় পদ্মার ভাঙনে হুমকিতে ৩ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

আমানুল হক আমান, বাঘা ●

রাজশাহীর বাঘার পদ্মার চরাঞ্চলে ভাঙনের কারণে তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছয় শতাধিক শিক্ষার্থীর পাঠদান অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। তবে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা চরাঞ্চলের চকরাজাপুর এলাকায় পদ্মার ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তার পাশাপাশি বিদ্যালয় তিনটি স্থানান্তর করার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন।

সরেজমিন জানা যায়, চকরাজাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় ৯০ মিটার, পূর্ব চকরাজাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় ১১০ মিটার ও চৌমাদিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৫০ মিটার ভাঙন থেকে দূরে রয়েছে। বিদ্যালয় তিনটি যে কোনো সময় পদ্মায় বিলীন হয়ে যেতে পারে বলে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাকরা আশঙ্কা করছেন। তবে চকরাজাপুর এলাকা গত এক সপ্তাহের ব্যবধানে শতাধিক পরিবারের বাড়িঘর ইতোমধ্যে বিলীন হয়ে গেছে। তারা বাড়িঘর ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিচ্ছেন। উপজেলা শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, বাঘার পদ্মার চরে ৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও দুটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে চৌমাদিয়া, আতারপাড়া, চকরাজাপুর, ফতেপুর পলাশী, পলাশী ফতেপুর, লক্ষ্মীনগর, চকরাজাপুর, পশ্চিম চরকালীদাসখালী, পূর্ব চকরাজাপুর– এসব প্রাথমিক বিদ্যালয়। চকরাজাপুর ও পলাশী ফতেপুর– এ দুটি উচ্চ বিদ্যালয়। এর মধ্যে চকরাজাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩২১ শিক্ষার্থী, পূর্ব চকরাজাপুরে ১৫২ ও চৌমাদিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৩৫ শিক্ষার্থী রয়েছে। ভাঙনের ফলে এ বিদ্যালয় তিনটির শিক্ষার্থীরা রয়েছে চরম আতঙ্কে। চকরাজাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী জনি সরদারের বাবা কুরবান সরদার বলেন, বাচ্চাকে স্কুলে পাঠিয়ে আতঙ্কে থাকি। পদ্মায় ক্রমাগত পানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে গবাদিপশু নিয়ে বিপাকে পড়েছে চরের মানুষ। ভাঙনের কবলে পড়েছে চরের পলাশী ফতেপুর, চকরাজাপুর, খায়েরহাট, মর্শিদপুর, নারায়ণপুর, মিস্ত্রিপাড়া, জোতাশি, লক্ষ্মীনগর, পাকুড়িয়া, পানিকামড়া, আলাইপুর, গঙ্গারামপুর, কিশোরপুর, গোকুলপুর, আতারপাড়া, চৌমাদিয়া, মানিকেরচর এলাকা। ভাঙনের ফলে নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে পদ্মার চরের চকরাজাপুর ইউনিয়নের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাটবাজার, ঘরবাড়িসহ কয়েক হাজার আবাদি-অনাবাদি জমি ও গাছপালা। ভিটেমাটি হারিয়ে পথে বসেছে শতাধিক পরিবার। এ ছাড়া মানবেতর জীবনযাপন করছে চকরাজাপুর ইউনিয়নের কয়েক হাজার মানুষ। চকরাজাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী শাকিলা খাতুন জানায়, আমি স্কুলে আসি দুই সেট পোশাক নিয়ে। বাড়ি লক্ষ্মীনগর চরে। স্কুলে আসতে চারবার পদ্মার নালা পার হতে হয়। স্কুলে আসতে অনেক সময় লাগে। কোনো সময় নৌকা আবার কোনো সময় পায়ে হেঁটে স্কুলে আসতে হয়। ফলে জামাকাপড় ভিজে যায়।